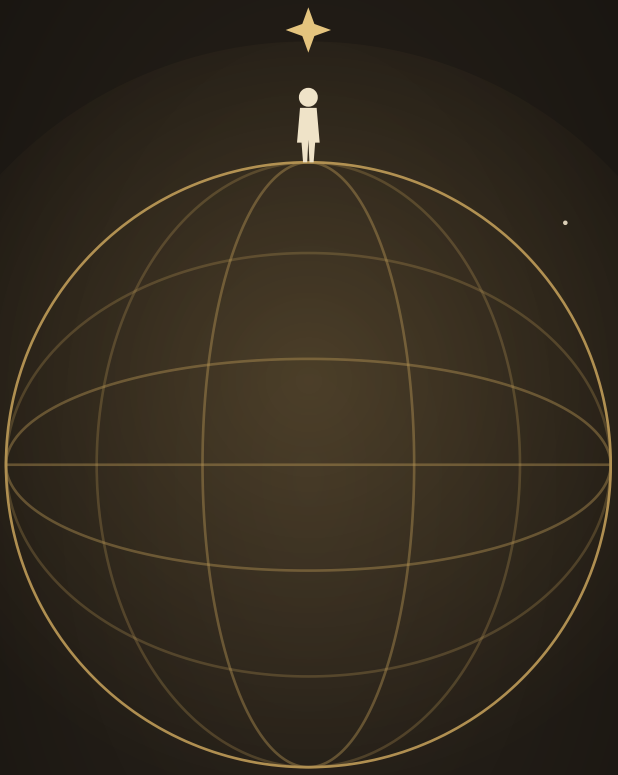
A PHILOSOPHICAL BOOK BY SUDURZATRA



পৃথিবীকে জয় করার আগে

নিজেকে জয় করার এক অসমাপ্ত দর্শন

সুদূরযাত্রা

SUDURZATRA.COM

পৃথিবীকে জয় করার আগে

নিজেকে জয় করার এক অসমাপ্ত দর্শন

✦ ✦ ✦

সুদূরযাত্রা

A PHILOSOPHICAL BOOK BY SUDURZATRA

পৃথিবীকে জয় করার আগে
নিজেকে জয় করার এক অসমাপ্ত দর্শন

প্রকাশক: সুদূরযাত্রা · sudurzatra.com
প্রথম ডিজিটাল সংস্করণ: ২০২৬

© সুদূরযাত্রা। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ কোনো মাধ্যমে পুনর্মুদ্রণ, বিতরণ বা শেয়ার করা যাবে না।

এই বইয়ে উদ্ধৃত প্রাচীন ও বিদেশি লেখকদের বক্তব্য মূল উৎস থেকে বাংলায় ভাবানুবাদ করা হয়েছে। যেসব ঘটনা কেবল প্রচলিত গল্প বা কিংবদন্তি হিসেবে টিকে আছে, সেগুলো বইয়ের ভেতরেই সেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

✦

যারা সবকিছু জয় করতে গিয়ে

নিজের কাছে হেরে যাচ্ছে,

আর একবার ফিরে দাঁড়াতে চায়—

তাদের জন্য।

বইটির মূল দর্শন

মানুষ পৃথিবী জয় করতে চায়। কেউ অর্থ দিয়ে, কেউ ক্ষমতা দিয়ে, কেউ জ্ঞান দিয়ে, কেউ নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে।

> কিন্তু যে মানুষ নিজের লোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে সম্পদের মালিক হলেও স্বাধীন নয়।
>
> যে নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে ক্ষমতাবান হলেও দুর্বল।
>
> যে নিজের অহংকারকে চিনতে পারে না, সে পৃথিবীর প্রশংসা পেলেও নিজের কাছে পরাজিত।

পৃথিবী জয় করা বড় অর্জন নয়, নিজের ভেতরের মানুষটিকে জয় করাই সবচেয়ে কঠিন বিজয়।

মানুষের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা সম্ভবত জয়ী হওয়া।

সে অন্যের চেয়ে বড় হতে চায়, অন্যের চেয়ে বেশি সম্পদ অর্জন করতে চায়, এমন এক উচ্চতায় পৌঁছাতে চায়, যেখান থেকে পৃথিবীকে তার নিজের মনে হয়।

কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রায় সে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুলে যায়।

সে কখনো নিজেকে জিজ্ঞাসা করে না, যে মানুষটি এত কিছু জয় করতে বেরিয়েছে, সে কি আদৌ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে?

যে মানুষ সামান্য অপমানে ভেঙে পড়ে, যে মানুষ অন্যের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়, যে মানুষ আরও পাওয়ার আশায় নিজের শান্তিটুকুও বিসর্জন দেয়, সে আসলে কাকে জয় করতে বেরিয়েছে?

পৃথিবীকে?

নাকি নিজের ভেতরের এক অদম্য অপূর্ণতাকে?

হয়তো পৃথিবী জয়ের আগে মানুষের নিজের কাছে একবার ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।

এই বই সেই ফিরে যাওয়ার পথ। এখানে কঠিন দার্শনিক ভাষা নেই, অকারণ উৎসাহের স্লোগানও নেই। আছে ইতিহাসের কিছু মানুষ—সম্রাট, দাস, দার্শনিক, ভিখারি—যারা নিজের জীবন দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন। আর প্রতিটা অধ্যায়ের শেষে আছে কয়েকটা প্রশ্ন, যেগুলো সহজ নয়। তাড়াহুড়ো করে পড়বেন না। প্রশ্নগুলোর সামনে একটু থামবেন।

সূচিপত্র

যে পথে হাঁটব

পর্ব ১ · মানুষের জয় করার আকাঙ্ক্ষা ৮

১. কেন মানুষ জয় করতে চায়? ৯

২. আলেকজান্ডার: পৃথিবী জয় করেও যে তৃষ্ণা মেটেনি ১২

৩. ডায়োজেনিস: যার কিছুই ছিল না, অথচ যার কাছে কিছুই কম ছিল না ১৫

পর্ব ২ · ক্ষমতা, অর্থ ও অহংকার ১৮

৪. ক্ষমতার নেশা ১৯

৫. অর্থ কি মানুষকে স্বাধীন করে? ২২

৬. অহংকারের অদৃশ্য সিংহাসন ২৫

পর্ব ৩ · মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু ২৮

৭. নিজের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ ২৯

৮. লোভের কোনো শেষ সীমানা নেই ৩১

৯. পরাজয় থেকে পালিয়ে বাঁচা যায় না ৩৪

পর্ব ৪ · আত্মজয়ের দর্শন ৩৭

১০. নীরবতার মধ্যে আত্মআবিষ্কার ৩৮

১১. নিজের দুর্বলতাকে চেনা ৪১

১২. ইচ্ছার ওপর নিয়ন্ত্রণ ৪৪

পর্ব ৫ · বিজয়ের পরেও যে প্রশ্ন থেকে যায় ৪৭

১৩. ক্ষমা করার শক্তি ৪৮

১৪. আত্মজয়ই প্রকৃত স্বাধীনতা ৫১

১৫. পৃথিবী জয়ের পর কী? ৫৪

পর্ব ১

✦

মানুষের জয় করার আকাঙ্ক্ষা

যে আগুন মানুষকে পাহাড়ে তোলে, সেই আগুনই তাকে পোড়াতে পারে।

অধ্যায় ১

কেন মানুষ জয় করতে চায়?

একটা শিশু যেদিন প্রথম নিজের পায়ে দাঁড়ায়, সেদিন তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। দুই-তিন সেকেন্ড টলমল করে দাঁড়িয়ে থেকে সে হাসে। সেই হাসিতে কোনো অহংকার নেই, কোনো প্রতিযোগিতাও নেই। আছে শুধু একটা আবিষ্কার: আমি পারি।

জয়ের আকাঙ্ক্ষা মানুষের ভেতরে এভাবেই জন্মায়। প্রথমে নিজের শরীরকে জয় করা, তারপর ভাষাকে, তারপর চারপাশের পৃথিবীকে। এই আকাঙ্ক্ষা না থাকলে মানুষ কখনো আগুন জ্বালাতে শিখত না, নদী পার হতো না, আকাশে উড়ত না। সভ্যতার প্রতিটা সিঁড়ি আসলে কোনো এক মানুষের “আমি পারব” জেদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন “আমি পারি” ধীরে ধীরে বদলে যায় “আমি ওর চেয়ে বেশি পারি”-তে। শিশুটির হাসি তখন আর আবিষ্কারের হাসি থাকে না, হয়ে যায় তুলনার হাসি। আর তুলনার একটা অদ্ভুত নিয়ম আছে: সে কখনো শেষ হয় না। আপনি যত উঁচুতেই উঠুন, তার চেয়ে উঁচুতে কেউ না কেউ থাকবেই।

প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিক প্লেটো মানুষের মনকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন: যুক্তি, কামনা, আর একটা তৃতীয় শক্তি, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন “থুমোস”। থুমোস মানে স্বীকৃতির তৃষ্ণা। মানুষ শুধু খেয়ে-পরে বাঁচতে চায় না, সে চায় অন্যরা তাকে দেখুক, মানুক, গুরুত্ব দিক। পেট ভরে গেলেও এই তৃষ্ণা থামে না।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে তাকালেই এটা দেখা যায়। রাস্তায় জ্যামে কেউ আমাদের গাড়িকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলে বুকের ভেতর একটা জ্বালা ওঠে, অথচ তাতে

আমাদের কিছুই হারায়নি। ফেসবুকে কারও পোস্টে আমাদের চেয়ে বেশি লাইক পড়লে মনটা একটু ছোট হয়ে যায়। বিয়ের অনুষ্ঠানে কে কত দামি উপহার দিল, পরীক্ষায় পাশের বাড়ির ছেলেটা কত পেল, অফিসে কার চেয়ার কোন দিকে মুখ করা—এই সব ছোট ছোট যুদ্ধে আমরা প্রতিদিন জয়ী হতে চাই।

একটু থেমে ভাবুন: এর কোনটা আপনি সত্যিই চেয়েছিলেন, আর কোনটা শুধু অন্যকে হারাতে চেয়েছিলেন?

এখানেই একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লুকিয়ে আছে। কিছু জয় মানুষকে বড় করে, কিছু জয় শুধু অন্যকে ছোট করে। প্রথম ধরনের জয়ে মানুষ নিজের সীমা পার হয়: নতুন কিছু শেখে, ভয় কাটায়, কঠিন কাজ শেষ করে। দ্বিতীয় ধরনের জয়ে সে কেবল অন্যের সীমার ওপর দাঁড়ায়। প্রথম জয়ের পর মানুষ শান্ত হয়। দ্বিতীয় জয়ের পর সে আরও অস্থির হয়, কারণ এখন তাকে সেই উচ্চতা ধরে রাখতে হবে।

যে জয় অন্যকে হারিয়ে আসে, তাকে প্রতিদিন পাহারা দিতে হয়। যে জয় নিজেকে ছাড়িয়ে আসে, সে নিজেই নিজের পাহারাদার।

তাই এই বইয়ের প্রশ্নটা “জয় করা ভালো না খারাপ” নয়। জয়ের আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বভাব, তাকে অস্বীকার করা মানে নিজেকে অস্বীকার করা। আসল প্রশ্নটা হলো: আমি কী জয় করতে চাই, আর কেন?

যদি উত্তর হয় “যাতে সবাই আমাকে দেখে”, তাহলে সাবধান। কারণ সবাই কখনো দেখবে না, আর যারা দেখবে, তারাও একদিন চোখ ফিরিয়ে নেবে। যদি উত্তর হয় “যাতে আমি আগের চেয়ে ভালো মানুষ হই”, তাহলে সেই পথে কোনো দর্শকের প্রয়োজন নেই।

পরের অধ্যায়গুলোতে আমরা দুজন মানুষের সাথে দেখা করব। একজন প্রায় অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিলেন। আরেকজনের কাছে একটা মাটির পাত্র ছাড়া কিছুই ছিল না।

ইতিহাস দুজনকেই মনে রেখেছে। কিন্তু কে আসলে জিতেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনো খোলা।

নিজেকে প্রশ্ন করুন

1. শেষ কবে আপনি কাউকে হারিয়ে খুশি হয়েছিলেন? সেই খুশিটা কতক্ষণ টিকেছিল?
2. আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্যটা কি আপনার নিজের, নাকি অন্যের চোখে বড় হওয়ার জন্য বেছে নেওয়া?
3. কেউ না দেখলেও কি আপনি এই লক্ষ্যের পেছনে ছুটতেন?

ফ্রি নমুনা এখানেই শেষ

আলেকজান্ডার কেন পৃথিবী জয় করেও তৃপ্ত হননি?
ডায়োজেনিস কেন বলেছিলেন, “একটু সরে দাঁড়ান”?

আরও ১৪টা অধ্যায়, ৫টা পর্ব: ক্ষমতা, অর্থ, অহংকার, লোভ, পরাজয়, নীরবতা, ক্ষমা আর আত্মজয়ের দর্শন।

পুরো ই-বুক মাত্র ৬৯৳

sudurzatra.com

bKash · Nagad · অর্ডারের পরপরই ডাউনলোড লিংক